করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১২

[১]ভাই ও বোনেরা, আমি চাই না যে, আল্লাহর রুহের দান সম্বন্ধে তোমরা অজানা থাকো। [২]তোমরা জানো যে, তোমরা যখন পৌত্তলিক ছিলে, তখন তোমাদের নির্বাক প্রতিমার পরিচালিত হয়েছিলো।

[৩]সুতরাং, আমি চাই তোমরা বুঝে নাও যে, আল্লাহর রুহের দ্বারা কথা বললে কেউ কখনো বলে না, "ইসার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক!" আবার আল্লাহর রুহের প্রেরণা না-পেলে কেউই বলতে পারে না, "ইসা-ই মসিহ" ।

[৪]দান নানা প্রকার হলেও রুহ কিন্তু একই; [৫]খেদমত নানা প্রকার হলেও মসিহ কিন্তু একজনই; [৬]এবং কার্যকলাপ নানা প্রকার আছে, কিন্তু আল্লাহ একজনই- তিনিই প্রত্যেকের মাঝে সবকিছু সক্রিয় করেন।

[৭]সকলের উপকারের জন্যই প্রত্যেককে রুহের প্রকাশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। [৮]রুহের মধ্যমে একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ ভাবনার কথা বলার ক্ষমতা, আবার সেই একই রুহের মাধ্যমে অন্যজনকে দেওয়া হয় জ্ঞানের কথা বলার ক্ষমতা,

[৯]একই রুহের মাধ্যমে একজনকে দেওয়া হয় ইমান, আবার অন্যজনকে দেওয়া হয় রোগ ভালো করার নানারকম দান, [১০]কাউকে দেওয়া হয় আশ্চর্যকাজ করার ক্ষমতা, কাউকে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা, কাউকে রুহদেরকে চিনে নেবার ক্ষমতা, কাউকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা আবার কাউকে দেওয়া হয় বিভিন্ন ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা।

[১১]এই সবকিছু সক্রিয় করে তোলেন সেই এক ও অদ্বিতীয় রুহ, তিনি যাকে যা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা-ই দেন। [১২]যেমন দেহ একটি হলেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলে একটাই দেহ হয়, মসিহও ঠিক তেমনই।

[১৩]একই রুহের মাধ্যমে বায়াত গ্রহণ করে আমরা এক-দেহ হয়েছি এবং সকলেই একই রুহের স্বাদ গ্রহণ করেছি- তা আমরা ইহুদি বা অ-ইহুদি, গোলাম কিংবা স্বাধীন, যা-ই হই না কেনো।

[১৪]প্রকৃতপক্ষে একটি নয় বরং অনেকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে শরীর গঠিত হয়। [১৫]পা যদি বলে, "আমি হাত নই, কাজেই আমি শরীরের অংশও নই," তাহলে সেটা যে শরীরের অংশ নয়, এমন নয়। [১৬]আবার কান যদি

বলে, "আমি চোখ নই, কাজেই আমি শরীরের অংশও নই," তাহলে সেটাও যে শরীরের অংশ নয়, এমন নয়। [১৭]গোটা শরীর যদি একটি চোখ হতো, তাহলে শোনার শক্তি কোথায় থাকতো? আবার গোটা শরীর যদি কান হতো, তাহলে ঘ্রাণশক্তি কোথায় থাকতো?

[১৮]তবে যেভাবে রয়েছে- শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর প্রত্যেকটিকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছামতো সাজিয়েছেন। [১৯]সবগুলোই যদি একটা অঙ্গ হতো, তাহলে শরীর কোথায় থাকতো? [২০]বস্তুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক হলেও শরীর কিন্তু একটাই।

[২১]চোখ হাতকে বলতে পারে না, "তোমাকে আমার দরকার নেই;" আবার মাথা পাকে বলতে পারে না, "তোমাকে আমার দরকার নেই।" [২২]অন্যদিকে, শরীরের যেসব অঙ্গকে তুলনা-মূলকভাবে দুর্বল বলে মনে হয়, সেগুলোই বেশি দরকারি। [২৩]এবং শরীরের যেসব অঙ্গকে আমরা কম সম্মানের বলে মনে করি, সেগুলোকেই অধিক সম্মানে ঢেকে রাখি; এবং আমাদের যেসব অঙ্গ কম শ্রদ্ধার, সেগুলোর প্রতি আমরা পরম শ্রদ্ধা দেখাই,

[২৪]যদিও আমাদের আরো শ্রদ্ধার অঙ্গগুলোর এটি দরকার নেই। কিন্তু আল্লাহ শরীরটি এভাবে সাজিয়েছেন, তুচ্ছ অঙ্গটিকে অধিক সম্মান দিয়েছেন, [২৫]যাতে শরীরের ভেতর কোনো বিভেদ না থাকে, বরং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একে অন্যের প্রতি একইরকম যত্নবান হয়।

[২৬]একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সমস্ত অঙ্গই একত্রে তার সাথে ব্যথিত হয়; আবার একটি অঙ্গ সম্মান পেলে সমস্ত অঙ্গই একত্রে সেটির সাথে আনন্দিত হয়।

[২৭]এখন তোমরাই মসিহের শরীর এবং একেকজন সেই শরীরের একেকটি অঙ্গ।

[২৮]আল্লাহ ইমানদার দলগুলোতে প্রথমত হাওয়ারি, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎবক্তা, তৃতীয়ত শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন; অতঃপর নিযুক্ত করেছেন তাদেরকে, যাঁদের রয়েছে অলৌকিক কাজ করার, রোগ ভালো করার, সাহায্য করার এবং পরিচালনা করার ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা।

[২৯]সবাই কি হাওয়ারি? সবাই কি ভবিষ্যৎবক্তা? সবাই কি শিক্ষক? সবাই কি অলৌকিক কাজ করে? [৩০]সবাই কি সুস্থ করার ক্ষমতা পেয়েছে? সবাই কি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে? সবাই কি বিভিন্ন ভাষার অর্থ বলে দেয়?

[৩১]তোমরা বরং উত্তম দান পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করো। আমি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ এক পথের সন্ধান দেবো।